Name of News Paper – Bartaman
Date of Edition : October 5, 2007

মন্তেশ্বরের বন্দ্যোপাধ্যায়দের পুজোয় দশমীর ঘট বিসর্জনের সময় আজও শঙ্খচিল ওড়ে

বি এন এ, বর্ধমান: মন্তেশ্বরের ঘোড়াডাঙা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় দশমীর ঘট বিসর্জনের সময় আজও আকাশে শঙ্খচিল উড়তে দেখা যায়। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ৬০০ বছর ধরে এই ঘটনা ঘটে আসছে। তাঁদের বিশ্বাস, ওই শঙ্খচিল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে মঙ্গলের বার্তা বয়ে আনে। শঙ্খচিল এই পরিবারের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ।

ঘোড়াডাঙার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজো আনুমানিক ৬০০ বছরের পুরানো। প্রাচীন প্রথা মেনে এখনও সপ্তমী ও নবমীর দিন এখানে গ্রামবাসীদের প্রসাদ খাওয়ানো হয়। পরিবারের সদস্যরা জানালেন, কয়েকশো বছর আগে এটি ছিল ঘটক পরিবারের পুজো। পরে ঘটক পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ঘটক পরিবার পুজো পরিচালনার একটা বড় অংশের দায়িত্ব দেয় স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে। এখন দুই পরিবার যৌথভাবে এই পুজো পরিচালনা করে।

ঘোড়াডাঙা গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের কোনও সদস্যই এখন থাকেন না। কাজের সুবাদে তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন। কিন্তু, পুজো এলে সকলেই গ্রামের বাড়ি আসতে শুরু করেন। পুজোর ক'দিন সকলে একজোট হয়ে আনন্দে মাতেন।

ঘটক পরিবারের প্রবীণ সদস্য শান্তি ঘটক এখন গ্রামেই থাকেন। তিনি বলেন, আমার এখন ৫৫ বছর বয়স। ছোট থেকেই দেখছি, এই পুজো

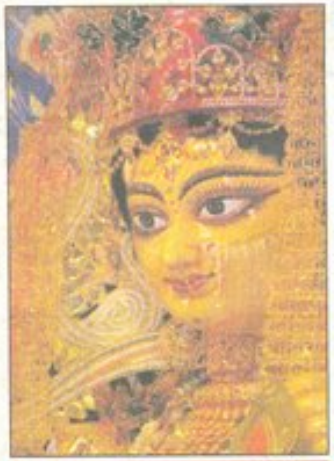

জেলার পুজো

পুরানো ঐতিহ্য মেনে চলে আসছে। এই পরিবারের সদস্যরা জানালেন, একসময় ঘটক পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভালো ছিল। এই পরিবারের সদস্য আদিত্য ঘটকের কোনও ছেলে ছিল না। তাই তিনি একটি পুত্রসন্তান দত্তক নেন। আদিত্যবাবুর মেয়ের সঙ্গে বড়বেলুনের বাসিন্দা রাজীবলোচন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়েছিল। পরে রাজীবলোচনবাবু বড়বেলুন থেকে ঘোড়াডাঙায় চলে আসেন। ঘটক পরিবার পুজোর দায়িত্বের একটা বড় অংশ দেয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে। ঠিক হয়, শুধুমাত্র নবমীর দিন পুজোর খরচ চালাবে ঘটক পরিবার। বাকি তিনদিন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার পুজো পরিচালনা করবে।

পুরানো ঐতিহ্য মেনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন ছাগ বলি হয়। এছাড়া অষ্টমীর দিন চালকুমড়া ও আখ বলি হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখানে জন্মাষ্টমীর দিন মায়ের গায়ে মাটি পড়ে। মহালয়ার দিন মায়ের চোখ আঁকা হয়। ঢাকি থেকে শুরু করে মৃৎশিল্পী, নাপিত, ব্রাহ্মণ প্রত্যেকেই এখানে বংশ পরম্পরায় কাজ করে আসছেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের গৃহবধূ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা সপরিবারে বর্ধমানে থাকি। কিন্তু পুজোর সময় সকলেই গ্রামে চলে আসি। পুজোর চারদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। চারদিন সকলে একসঙ্গে খাই। দশমী এলেই মন খারাপ হয়ে যায়। পুরানো রীতি মেনে গ্রামেরই তালবোনা পুকুরে মায়ের বিসর্জন হয়। শুরু হয় পরের বছরের জন্য অপেক্ষা।

Bartaman, 05.10.07, Printed at Burdwan